فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

(যারা অনুসরণ করে নিজের কামনা বাসনার তাদের উপমা হলো কুকুর)

যার উপর বোঝা চাপালেও সে জিহ্বা বের করে হাপায়।

আর বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাপায়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. তাদের প্রতি তিলাওয়াত করো ঐ ব্যাক্তির সংবাদ যাকে আমরা দিয়েছিলাম আমাদের আয়াত। কিন্তু সে তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং শয়তান তার পেছনে লাগে, আর সে হয়ে যায় পথভ্রষ্টদের একজন।

আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে।
(সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৭৫)

কোরআন হাদিসের কোথাও ঐ ব্যক্তির পরিচয় পেশ করা হয় নি। আল্লাহ এবং রাসূল যখনি কারোর কোন দুস্কৃতির উদাহরণ পেশ করেন, তখন সাধারণত: তার নাম উল্লেখ করেন না, শুধু দোষটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ঐ ব্যাক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিল. প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল. যে কর্মনীতিকে সে সঠিক মনে করতো তা অবলম্বন করাই তার উচিত ছিল. এ অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ তাকে মানবতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতেন (১৭৬ আয়াত)। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

প্রবৃত্তির লালসা মোকাবিলার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়ে যায়। সে পার্থিব লোভ লালসার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায়, যার ফলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে।

তার নিজের জ্ঞান যে সীমানা রক্ষণাবেক্ষনের দাবি জানিয়ে আসছিল তা লঙ্ঘন করে এগিয়ে চললো, তখন তার নিকটেই ওৎ পেতে থাকা শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে অধপতন থেকে আর এক অধপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

অবশেষে শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয়, যারা তার (শয়তানের) ফাঁদে পা দিয়ে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে বসেছিল।

২. আমরা চাইলে এ কিতাব দিয়ে তাকে অনেক উপরে উঠতে পারতাম, কিন্তু সে জমিনকে আঁকড়ে ধরে থাকলো এবং অনুসরণ করলো নিজের কামনা বাসনার। ফলে তার উপমা হলো কুকুর। যার উপর বোঝা চাপালেও সে জিহ্বা বের করে হাপায়, আর বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাপায়। এটা হলো ঐ লোকদের উপমা, যারা প্রত্যাখান করে আমাদের আয়াত। তুমি এ কাহিনীটি তাদের শুনাও, যাতে করে তারা চিন্তাভাবনা করে।

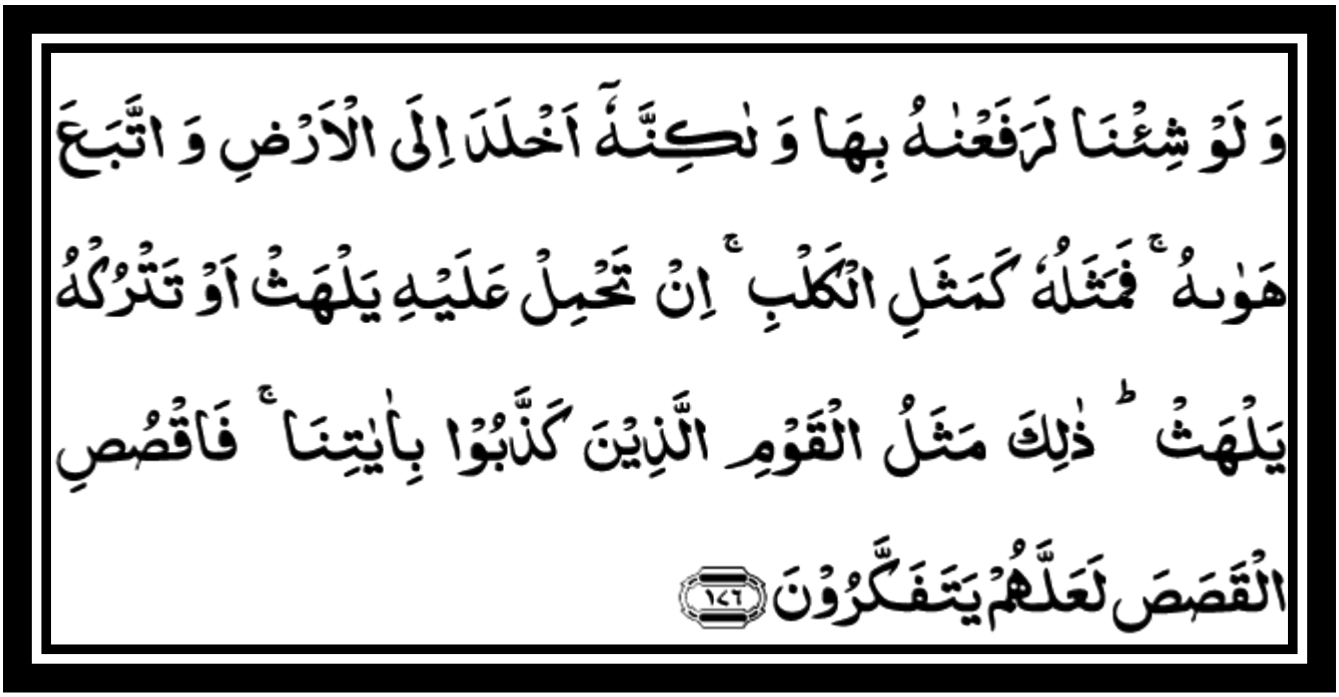
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৭৬)

কুকুর এমন একটি প্রাণী যার জিভ সব সময় ঝুলে থাকে এবং এ ঝুলন্ত জিভ থেকে অনবরত লালা টপকে পড়তে থাকে। এহেন অবস্থা তার উদগ্র লালসার আগুন ও অতৃপ্ত কামনার কথা প্রকাশ করে।

যে কারণে পার্থিব লালসায় অন্ধ ব্যাক্তিকে দুনিয়ার কুকুর বলা হয়।

কুকুরের স্বভাব লোভ ও লালসা। কুকুরের নাক সবসময় মাটি শুকতে থাকে. কোথায় ও কোনো খাবার পাওয়া যাবে সে আশায়। কুকুরকে যদি একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, পেট পূজারী লোভী কুকুর দৌড়ে গিয়ে নিক্ষিপ্ত পাথরটি খাবার মনে করে কামড়ে ধরে।

কুকুর তার পেটের দৃষ্টি দিয়ে সারা দুনিয়া দেখতে থাকে।

এই পেটের লালসার পর দ্বিতীয় বস্তুটি হোল যৌন লালসা। সারা শরীরের মধ্যে কেবলমাত্র লজ্জাস্থানটি তার কাছে আকর্ষণীয় এবং সেটাই সে ঘ্রান নিতে ও তাকেই চাটতে থাকে।

দুনিয়ার পূজারী ব্যাক্তি যখন জ্ঞান ও ঈমানের বাধন ছিড়ে ফেলে প্রবৃত্তির অন্ধ লালসার কাছে আত্মসমর্পন করে এগিয়ে চলতে থাকে, তখন তার অবস্থা পেট ও যৌনঙ্গ সর্বস্ব কুকুরের মতো হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

৩. ঐ লোকদের উপমা যে কতো নিকৃষ্ট যারা প্রত্যাখান করে আমাদের আয়াত এবং যুলুম করে নিজেদের প্রতি।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৭৭)

৪. আল্লাহ্ যাহাকে সঠিক পথ দেখান, সেই পায় সঠিক পথ। আর তিনি যাদের বিপথগামী করেন তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্থ।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সেই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৭৮)

৫. আমরা জাহান্নামের জন্যেই তৈরি করেছি জ্বীন ও ইনসানের অনেককে। তাদের অন্তর আছে, তবে তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, তবে তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, তবে তা দিয়ে শুনে না। তারা হলো পশুর মতো, বরং তারা আরও অধিক বিভ্রান্ত এবং তারা অচেতন।

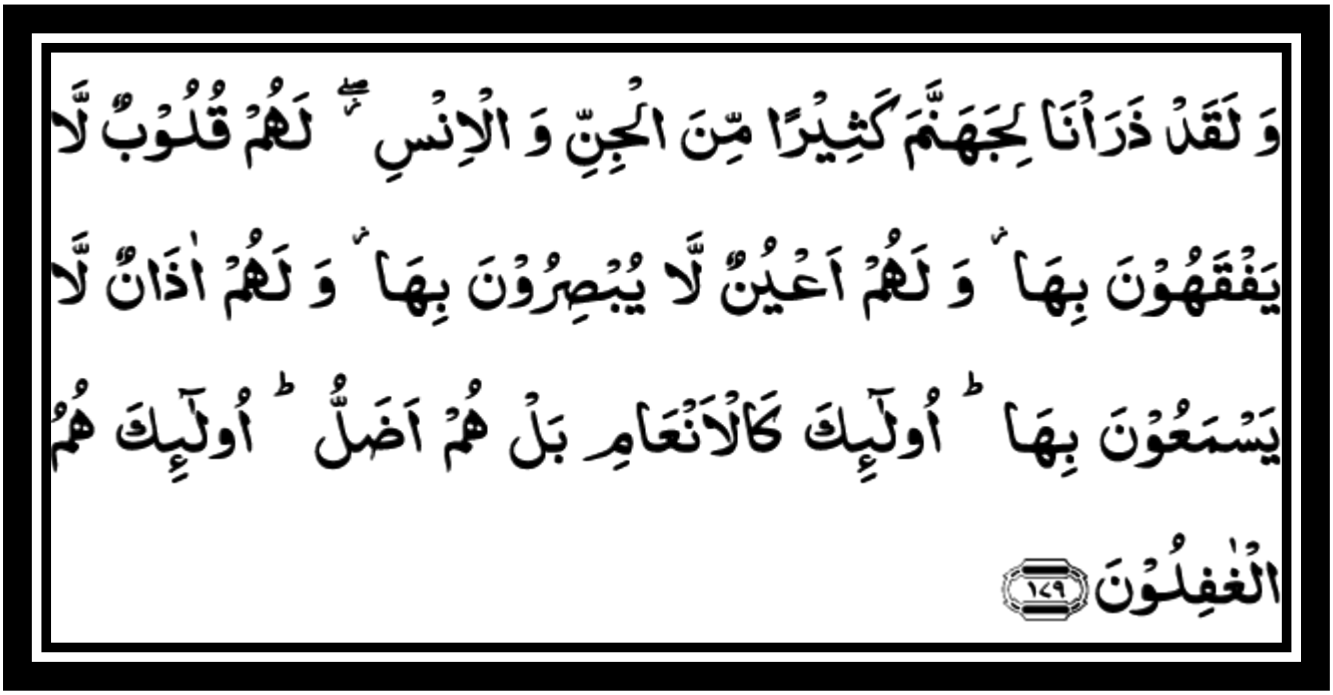
وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا
يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا
يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৭৯)

এর অর্থ এটা নয় যে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরকে হৃদয়, মস্তিস্ক, কান, চোখ সবকিছু সহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফের দল এগুলোকে যথার্থভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে।

চরম দুঃখ প্রকাশ ও আক্ষেপ করার জন্য মানুষের ভাষায় যে ধরণের বাকৃতির প্রচলন রয়েছে, এখানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রকাশ করার জন্য সেই একই ধরনের বাকৃতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

Literal translation of verse 7:179

And we had created/seeded to Hell many from the Jinns and the human/mankind, for them(are) heart/minds they do not understand/learn and for them (are) eyes/sights they do not see/look/understand with it, and for them (are) ears they do not hear/listen with it, those are the camels/livestock, but they are more misguided, those are ignoring/neglecting.

আক্ষরিক অনুবাদ আয়াত ৭:১৭৯

জ্বীন ও মানুষের অনেককে, যাদের অন্তর/বিবেক আছে তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু/দৃষ্টিশক্তি আছে তা দিয়ে তারা দেখে বুঝে না, তাদের কান আছে তা দিয়ে তারা শোনে/অনুধাবন করে না। এদেরকে আমরা বপন করেছি জাহান্নামে। তারা হোল পশুর মতো, বরং তারা আরও অধিক বিভ্রান্ত এবং তারা অচেতন।

৬. সুন্দরতম নাম সমূহ আল্লাহর, সুতরাং তোমরা তাকে সেসব নামে ডাক. যারা তার নাম বিকৃত করে, তাদের ত্যাগ করো। অচিরেই তাদেরকে তাদের প্রতিফল দেয়া হবে।

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৮০)

সুতরাং প্রিয়ভাই ও বোনেরা, দুনিয়ার লোভ লালসার পিছনে সর্বস্ব শক্তি ব্যয় করে আমরা কুকুরের স্বভাবসম্পন্ন "দুনিয়ার কুকুরের" পরিনত না হই। পেট ও যৌন লালসার দৃষ্টিতে আমরা সারা দুনিয়াকে না দেখি।

আসুন, আমরা অন্তর/মস্তিস্ক, চক্ষু/দৃষ্টিশক্তি, কান ব্যবহার করে আল্লাহর কালাম আল কোরআনকে উপলব্ধি করার, বোঝার, অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করি। এবং সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করি।

সুন্দর নামসমূহ আল্লাহর। ৯৯ টি সুন্দর নাম নিয়ে আল্লাহকে ডাকি. আল্লাহ আজাব অনেক ভয়ংকর। আল্লাহ আমাদেরকে তার যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে তার বিরাট বিস্তৃত রহমতের মধ্যে শামিল করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/